সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিকাশে সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমুহ

ওয়াশিংটন, ২রা মে -- সুশীল সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনুধাবন এবং সারা বিশ্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থাটি মুল্যায়ন করতে প্রতি বছর মে মাসের ৩ তারিখে বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সাংবাদিকদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার রক্ষা এবং দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সরকারগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই দিবসটি।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গত ১৯৯৩ সালে ৩রা মে তারিখকে বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। অনেক দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমের উপর সরকারি সেন্সরশিপের কারণে হুমকির সম্মুখীন এবং জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহ জনসম্মুখে নিয়ে আসতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জীবন হুমকির সম্মুখীন - এই বিষয়গুলো বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিতেই এই তারিখ ঘোষণা করা হয় ।

স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমুহ

ফ্রিডম হাউস ও কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট এর মত স্বাধীন সংবাদপত্র প্রসারে নিবেদিত প্রতিষ্ঠানসমুহের মতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সীমা-পরিসীমা সারা বিশ্বে একেক দেশে একেক রকম। কোন কোন দেশে সংবাদপত্রে স্বাধীনতা অনুপস্থিত আবার কোন কোন দেশে তা বিকশিত হচ্ছে। প্রয়শঃ দেখা যায় কোন কোন দেশে কিছুটা পরিমাণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকলেও গুরুতর বিধিনিষেধও রয়েছে। ফলে স্বাধীন গণমাধ্যমকে সহায়তার কাজটি খুবই জটিল এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকায় জীবনের বাস্তবতার উপর তাঅত্যন্ত নির্ভরশীল।

সাংবাদিকতার নীতিমালার বিশেষজ্ঞ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম উ- এর মতে, "সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত আদালত ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারি কাঠামোর মত পরিণত বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমুহের অনুপস্থিতিই বিভিন্ন দেশে স্বাধীন সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।"

উ বলেন, "পরিপুরক প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ খুবই কঠিন।" তিনি আরও বলেন, এ কারণে স্বাধীন গণমাধ্যমকে সহায়তাদান গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি

সমর্থনদানের বৃহত্তর প্রয়াসের সংগে অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে যেসব মূল্যবোধের কথা বলা হয়, তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলো সমগ্র বিশ্বে সারা বছর ধরে কাজ করে চলেছে

সুশীল সামাজিক সংস্থার ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের রক্ষায় নিবেদিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হলো "দি কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট" (সিপিজে) । বিভিন্ন স্বৈরাচারী সরকার ও অন্যরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়াসে সহযোগী সাংবাদিকদের প্রতি যে আচরণ করছে, তা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সংবাদদাতারা প্রতিষ্ঠা করে সিপিজে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১২০টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সিপিজে'র যোগাযোগ বিষয়ক পরিচালক এবি রাইটের মতে, ইন্টারনেটসহ নতুন গণমাধ্যমের আবির্ভাব এবং ইরাক যুদ্ধের মত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রভাব পড়েছে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর।

রাইট বলেন, এখন সিপিজে ইন্টারনেটের উপর ব্যাপকভাবে জোর দিয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী চীন, ভিয়েতনাম এবং কিউবার মত দেশগুলোতে মত প্রকাশ এবং লেখক ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর ইন্টানেটের প্রভাব নিয়ে কাজ করছে।

(এ সম্পর্কিত নিবন্ধ ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ফযৎ/অৎপযরাব/২০০৬/অঢ়ৎ/১২-৮৪২০৩৪.যঃসষ) এ পাওয়া যাবে।)

সিপিজে কারারুদ্ধ ইন্টারনেট ব্লোগার বা ইন্টারনেটে স্বাধীন মতামত প্রকাশকারীদের মুক্তির দাবী জানিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং ইন্টানেটে বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় সেন্সরশীপ সম্পর্কে কংগ্রেসের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। গত ২০০৫ সালে সিপিজে ২২টি দেশে ইন্টারনেট সেন্সরশীপ তালিকাভুক্ত করেছে।

সিপিজে'র মতে, বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলেছে। রাইট বলেছেন,"সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থা চলতি ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত।" তিনি বলেন যে, নেপালের মত কোন দেশে যখন নিপীড়ন নেমে আসে এবং ইরাকের মত কোন দেশে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন সেখানে স্থানীয় সাংবাদিকদের মাশুল দিতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালে দু'শো সাংবাদিককে জেলে পাঠানো হয়।

রাইট বলেন, সিপিজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণেই মুলত সংবাদপত্রের ওপর হামলার ঘটনাগুলো এখন ব্যাপকভাবে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। সিপিজে তার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করছে।

তিনি বলেন, "সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাগুলোর প্রতি আমরা সরকার ও কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ন্যায় বিচার দাবী করছি। এভাবে আমাদের কর্মকান্ড প্রভাব সৃষ্টি করছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণাও একটি প্রভাব রয়েছে।"

সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী দ্বারা দেশটির সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুরক্ষিত এবং বিভিন্ন মামলায় সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনতার সুরক্ষার পরিধিকে ব্যাখ্যা ও সম্পসারণ করেছে।

এ সম্পর্কিত নিবন্ধ

ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ফফ/ফবসড়পৎধপুথফরধষড়মঁব/ভৎববফড়সথংঢ়ববপয/ভৎববথংঢ়ববপযথবংংধু-১যঃসষ-এ পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বেশ কিছু কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। পররাষ্ট্র দপ্তর এসব কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম "স্পিকার অ্যান্ড স্পেশালিস্ট" কার্যক্রমের আওতায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য বিদেশে বিশেষজ্ঞ পাঠায়। এ সম্পর্কিত রচনা (ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ফযৎ/অৎপযরাব/২০০৬/গধৎ/২৮-৪৪৩২৬৬.যঃসষ) এ পাওয়া যাবে।

অপর একটি কর্মসূচী হচ্ছে বিদেশী সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হতে পারে এবং সাংবাদিকতা বিষয়ক অনুশীলন প্রত্যক্ষ করতে পারে। চলতি এপ্রিল মাসে পররাষ্ট্র দপ্তর অ্যাডওয়ার্ড আর.মারো জার্নালিজম প্রোগ্রাম ঘোষণা করে। সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই কর্মসূচীতে বিদেশী সাংবাদিকগণ যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকতার অনুশীলন নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারবে। এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ (ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ফযৎ/অৎপযরাব/২০০৫/উবপ/১৪-৬৭৭৪৭১.যঃসষ) এ পাওয়া যাবে।

গত ২১শে এপ্রিল ২০০৬ সালের মারো জার্নালিজম কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় পররাষ্ট্র সচিব কন্ডোলিজা রাইস বলেন, উদীয়মান গণতন্ত্রের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই জরুরী।

মিজ রাইস বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা শুরুতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সরকারের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা , কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা এবং নাগরিকগণের নিজেদের মতামত প্রকাশের উপযোগী স্বাধীন সংবাদপত্র না থাকলে গণতন্ত্র সেখানে কাজ করতে পারে না। সাংবাদিক হিসেবে আপনারা গণতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করছেন।"

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়ে আরো তথ্য (usinfo.state.gov/dhr/democracy/rule_of_law/press_freedom.html) এবং ইন্টারনেট স্বাধীনতার বিষয়ে (usinfo.state.gov/dhr/democracy/internet_freedom.html) এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*